



34171 - যবে ব্যক্তিশরিকলে লপিত হযছে আল্লাহ্ কিতাকে ক্শমা করবনে? কভিবে সে তার ঈমানকে মজবুত করতে পারবে?

প্রশ্ন

আমি জানতে চাই, যবে ব্যক্তি জনেশুনে শরিক করছে আল্লাহ্ কিতাকে ক্শমা করবনে? কনিতু, সে এখন তওবা করে সম্পূর্ণভাবে নিজের জীবন পরবর্তন করতে চায়? এ ব্যক্তির ক্শমা প্রার্থনা কভিবে সম্পূর্ণ হতে পারে? সে ব্যক্তি কভিবে বুঝতে পারবনে যে, তাকে ক্শমা করে দেওয়া হযছে? সে কভিবে তার ঈমানকে মজবুত করতে পারে; যাতে করে হালালটা পালন করতে পারে এবং হারাম থেকে বরিত থাকতে পারে? আমার অনেকে মানসিক সমস্যা আছে, যগুলো আমাকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় এবং আমার উপর প্রতিনিধকতা তরৌ করে। আমি উপদশে ও আল্লাহ্ হদোয়তেরে মুখাপকেষী।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ্ তাআলা জানয়িছেনে যে, তিনি তওবাকারীর ও তার দিকে প্রত্যাভর্তনকারীর সকল গুনাহ মাফ করে দবিনে। তিনি বলনে, বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজদেরে প্রতি অবচির করছে আল্লাহ্ অনুগ্রহ হতে নরিশ হয়ো না; নশিচয় আল্লাহ্ সমস্ত গনোহ ক্শমা করে দবিনে। নশিচয় তিনি ক্শমাশীল ও পরম দয়ালু।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

বশিষেভাবে শরিক থেকে তওবা করা ও সে তওবা কবুল হওয়ার প্রসঙ্গে এসছে, আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “এবং তারা আল্লাহ্ সাথে কোন উপাস্যকে ডাকে না। আর আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নষিধে করছেনে, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভচির করে না; যবে ব্যক্তি এগুলো করবে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কয়িমতরে দিনি তার শাস্তি বর্ধতিভাবে প্রদান করা হবে এবং সখোনে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তবে যবে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ নকে দ্বারা পরবর্তন করে দবিনে। আর আল্লাহ্ ক্শমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা ফ্বুরকান, আয়াত: ৬৮-৭০]

আল্লাহ্ তাআলা খ্রিস্টানদেরে শরিক ও কুফরেরে কথা উল্লেখ করার পর তাদেরকে তওবা করার আহ্বান জানয়িছেনে। তিনি বলনে: “তারা অবশ্যই কুফরী করছে যারা বলে, ‘আল্লাহ্ তো তিনিরে মধ্যে তৃতীয়। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নহে। আর তারা যা বলে তা থেকে বরিত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীর উপর অটল থাকবে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি



স্পর্শ করবে। তবে কিতারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তাকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা মায়াদা, আয়াত: ৭৩-৭৪]

গুনাহ যত বড় হোক না কনে আল্লাহর ক্ষমা, মহানুভবতা ও অনুগ্রহ তার চয়েে বড়।

অতএব, আপনার কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ অভিমুখী হওয়া। কৃত কর্মেরে জন্য অনুতপ্ত হওয়া। পুনরায় সসেব কর্মে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া। তবে, আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ, রহমত ও তাওফিকপ্রাপ্তির সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কারণ ইসলাম পূর্বেরে সকল গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। যমেনটানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বনি আস (রাঃ) কে বলছিলেন: “হে আমার! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্বেরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়।”[সহিহ মুসলিমি (১২১) ও মুসনাদে আহমাদ (১৭৮৬১)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “গুনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত যার গুনাহই নাই।”[সুনানে তরিমযি, আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

বান্দা যদি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করনে, তাকে ক্ষমা করে দনে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তিনিহি তাঁর বান্দাদেরে তওবা কবুল করনে ও পাপসমূহ মচোন করনে।”[সূরা শুরা, আয়াত: ২৫] তিনি আরও বলেন: “আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতিযে তওবা করে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারপর সৎপথে অবচিল থাকে।”[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৮২] তাই বান্দার কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পচেষণ করা, তওবা কবুল হওয়ার আশা রাখা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমি তমেন।”[সহিহ বুখারী (৭০৫৫) ও সহিহ মুসলিমি (২৬৭৫)] মুসনাদে আহমাদ (১৬০৫৯) এ সহিহ সনদে এসছে- “আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমি তমেন। অতএব, বান্দা আমার প্রতি যমেন ইচ্ছা তমেন ধারণা পচেষণ করুক।”

আর ঈমান মজবুত করা: সচোটো বশে কিছু বিষয়েরে মাধ্যমে হতে পারে; যমেন-

১। বশেি বশেি আল্লাহর যকিরি করা ও তাঁর কতিব তলোওয়াত করা এবং তাঁর নবীর প্রতি বশেি বশেি দুরুদ পাঠ করা।

২। ফরয ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা এবং বশেি বশেি নফল ইবাদত করা; যাতে করে বান্দা আল্লাহ মহব্বত লাভে সফল হতে পারে। যার ফলে বান্দা তাওফিকপ্রাপ্ত হবে। যমেনটান হাদিসে এসছে-

“আল্লাহ তাআলা বলেন- যে ব্যক্তি আমার কোন ওলরি সাথে শত্রুতা পচেষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই ঘচেষণা করি। আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছে তা দ্বারাই সে আমার অধকি নকৈট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতেরে মাধ্যমেও আমার নকৈট্য হাছলি করততে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার করণ হয়ে যাই, যা দয়িে সে শুনবে। আমি তার চক্শু হয়ে যাই, যা দয়িে সে দেখবে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দয়িে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে



যাই, যবে পা দয়িবে সে চলাফরো করে। সে আমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দই। সে যদি আমার নকিট আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দই। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬১৩৭]

৩। সংকর্মশীলদের সংশ্রবে থাকা। যারা তাকে নকীর কাজে সহযোগিতা করবে এবং বদ কাজ থেকে দূরে রাখবে।

৪। পূর্ববর্তী সংকর্মশীল নকেকার আলমে, যাহদে (দুনিয়াবরিগী), ইবাদতগুজার ও তওবাকারীদের জীবনী পড়া।

৫। পাপরে কথা মনে করয়িবে দয়ে কথিবা পাপরে দকি ডাকে এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকা।

সর্বপর, ঈমান মজবুত হয় নকে আমলের মাধ্যমে এবং বদ আমল পরহির করার মাধ্যমে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে আপনাকে তাওফকি দনে, আপনার তওবা কবুল করে ননে এবং আপনার অন্তরকে সঠিক পথে পরচিলতি করনে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।